সংক্ষিপ্ত

বেহেশতী জেওর

[রূহে বেহেশতী জেওর]

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.

সংক্ষিপ্ত
বেহেশতী জেওর
[রূহে বেহেশতী জেওর]

নামায-রোযা, অযূ-গোসল-তায়াম্মুম, হজ-উমরা, লেনদেন, কোরবানী, আকীকা, বিবাহ, তালাক, ক্রয়-বিক্রয়, মান্নত, কাফফারা দান, সদকা ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামী বিধি-বিধান সংবলিত একটি অনবদ্য গ্রন্থ

মূল
হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.

অনুবাদ
মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমদ শরীয়তপুরী
মুহাদ্দিস : জামি‘আ ইসলামিয়া আরাবিয়া, ঢাকা
পরিচালক : শরীয়ত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রকাশনায়
আনোয়ার লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ | ফেব্রুয়ারী ২০২২

সংক্ষিপ্ত বেহেশতী জেওর

মূল | **হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.**
অনুবাদ | **মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমদ শরীয়তপুরী**
সম্পাদনা | আনোয়ার লাইব্রেরী সম্পাদনা পর্ষদ
প্রকাশক | মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী, ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
স্বত্ব | প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

আকাইদ অধ্যায়

আকীদার বিবরণ....১৫
কুফর-শিরক সম্পর্কে আলোচনা.... ২৩
বিদ‘আত, বদরসম ও খারাপ কার্যকলাপের বর্ণনা.... ২৪
কিছু বড় গুনাহ যার উপর অনেক ধমকি এসেছে.... ২৫

পবিত্রতা অধ্যায়

অযূর বর্ণনা.... ২৭
অযূর ফরযসমূহ.... ২৮
অযূর সুন্নাতসমূহ.... ২৮
অযূর প্রয়োজনীয় কিছু মাসাইল....২৯
যেসব জিনিসের দ্বারা অযূ ভেঙ্গে যায়.... ৩০
গোসলের বিবরণ.... ৩৩
গোসলের ফরযসমূহ.... ৩৪
কোন পানি দ্বারা অযূ গোসল জায়েয আর কোন পানি দ্বারা জায়েয নয়.... ৩৪
কুয়ার বর্ণনা.... ৩৫
জানোয়ারের ঝুটার বিবরণ.... ৩৮
তায়াম্মুম-এর বিবরণ.... ৩৯
তায়াম্মুম করার পদ্ধতি....৪১
নাপাক বস্তু পাক করার বর্ণনা.... ৪৩
ইস্তিঞ্জার মাসাইল.... ৪৭
পাক ও নাপাক এর কিছু মাসাইল.... ৪৯

নামায অধ্যায়

আযানের বিবরণ....৫১
নামাযের বয়ান.... ৫২

বিষয় পৃষ্ঠা

নামাযের ওয়াক্তের বর্ণনা....৫৪
নামাযের শর্তসমূহের বয়ান....৫৬
শরীয়তের কিছু পরিভাষা....৫৯
ফরয নামায পড়ার পদ্ধতি....৬০
নামাযের ভিতরের ফরযসমূহ....৬২
নামাযের ওয়াজিবসমূহ....৬২
নামায ভঙ্গের কারণসমূহ....৬৬
নামাযের মাকরূহ ও নিষিদ্ধ বিষয়....৬৭
যেসব কারণে নামায ভেঙে দেওয়া জায়েয....৬৯
বিতর নামাযের বয়ান.... ৭১
সুন্নাত এবং নফল নামাযের বর্ণনা....৭২
কাযা নামায পড়ার বর্ণনা.... ৭৬
সিজদায়ে সাহু-এর বিবরণ.... ৭৯
সিজদায়ে তেলাওয়াতের বর্ণনা....৮৬
অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের বিবরণ....৮৮
মুসাফিরের নামায পড়ার বিধান....৮৯
জামা‘আতের বর্ণনা....৯৪
জামা‘আতে নামাযের ফযীলত ও গুরুত্ব....৯৫
জামা‘আত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ....৯৯
জামা‘আতের আহকাম.... ১০২
মুক্তাদী ও ইমামের মাসাইল.... ১০৩
জামা‘আতে শামিল হওয়া এবং না হওয়ার মাসাইল.... ১০৬
জুম‘আর ফযীলত.... ১০৯
জুম‘আর দিনের আদবসমূহ.... ১১০
জুম‘আর নামাযের ফযীলত ও গুরুত্ব.... ১১২
জুম‘আর নামায পড়ার পদ্ধতি.... ১১৩
জুম‘আর নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ.... ১১৪

বিষয় পৃষ্ঠা
অপারগতার উদাহরণ.......১১৪
জুম‘আর নামায সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ.......১১৫
জুম‘আর খুতবার মাসাইল.......১১৬
জুমার প্রথম খুতবা.......১১৯
জুম‘আর দ্বিতীয় খুতবা (ছানী খুতবা).......১২০
দুই ঈদের নামাযের বিবরণ.......১২১
ঈদুল ফিতরের দিনে ১৩টি জিনিস সুন্নাত.......১২১
ঘরে মৃত্যু হওয়ার আলোচনা.......১২৫
মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার বিবরণ.......১২৭
মৃত ব্যক্তির কাফনের বিবরণ.......১৩০
জানাযার নামাযের মাসাইল.......১৩৩
দাফনের মাসাইল.......১৩৬
মৃত্যু ও মৃত্যু সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়.......১৩৯
কবর যিয়ারতের নিয়ম.......১৩৯
মসজিদের আহকাম.......১৪০

রোযা অধ্যায়

রোযার বয়ান.......১৪১
রমযান শরীফের রোযা প্রসঙ্গ.......১৪২
চাঁদ দেখার বর্ণনা.......১৪৩
কাযা রোযার বর্ণনা.......১৪৪
মান্নতের রোযার বিবরণ.......১৪৫
নফল রোযার বয়ান.......১৪৫
যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় বা হয় না এবং কাযা ও কাফফারার বিবরণ.......১৪৬
সাহরী ও ইফতারের বর্ণনা.......১৪৯
কাফফারার বিবরণ.......১৫০
যেসব কারণে রোযা ভেঙ্গে দেওয়া জায়েয.......১৫১

বিষয় পৃষ্ঠা
যেসব কারণে রোযা না রাখা জায়েয.......১৫২
ইতিফাকের বর্ণনা.......১৫৬

যাকাত অধ্যায়

যাকাতের বর্ণনা.......১৬১
যাকাত আদায়ের বর্ণনা.......১৬৫
ফসলাদির যাকাতের বর্ণনা.......১৬৮
যাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয.......১৬৯
সদকায়ে ফিতর-এর আলোচনা.......১৭৩

কুরবানী অধ্যায়

কুরবানীর বয়ান.......১৭৬
আকীকার বয়ান.......১৮৩
আকীকার দু‘আ.......১৮৪

হজ অধ্যায়

হজের বয়ান.......১৮৫
হজের ফযীলতের বর্ণনা.......১৮৮
হজ ও উমরার বিস্তারিত বিবরণ.......১৯১
হজ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ইরশাদ.......১৯১
হজ সম্পর্কে হাদীস শরীফের ইরশাদ.......১৯১
হজ ও উমরার গুরুত্ব ও ফযীলত.......১৯২
হজ সফরের পূর্বে কয়েকটি জরুরী বিষয়.......১৯৫
হজের প্রকার.......১৯৬
হজে ইফরাদ.......১৯৬
হজে কিরান.......১৯৭
হজে তামাত্তু.......১৯৭
হজ ও উমরার ফরয ও ওয়াজিব.......১৯৮
ইহরাম কাকে বলে ও কীভাবে বাঁধতে হয়.......১৯৮

বিষয় পৃষ্ঠা
কখন ইহরাম বাঁধবেন ২০১
ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ করা নিষেধ..........২০১
ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ করাতে কোনো বাধা নেই ২০৩
কয়েকটি জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ২০৩
তামাত্তু হজের ধারাবাহিক বিবরণ ২০৪
উমরার তাওয়াফ শুরু করুন..........২০৬
তাওয়াফ শেষ করার পর ২০৮
সাফা-মারওয়া সাঈ শুরু করুন ২০৯
সাঈ শেষ হওয়ার পর ২১১
হজের মূল কার্যক্রম শুরু ২১২
মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করুন ২১২
আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করুন ২১৩
মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করুন ২১৪
পুনরায় মীনা গমন ও কংকর নিক্ষেপ করুন ২১৫
তাওয়াফে যিয়ারত করুন ২১৬
মক্কা শরীফ ফিরে আসুন ২১৬
বিদায়ী তাওয়াফ করুন ২১৭
পবিত্র মক্কায় যিয়ারতের বিশেষ স্থানসমূহ ২১৮
হৃদয় তীর্থ মদীনার পানে ২১৮
মদীনা শরীফে পৌঁছে যাওয়ার পর ২১৯
রওযা শরীফে সালাম পেশ করুন ২২০
মদীনা শরীফে যিয়ারতের বিশেষ স্থানসমূহ ২২২
মদীনা শরীফ থেকে প্রত্যাবর্তন ২২৩
হজ ও উমরা পরবর্তী জীবন..........২২৪
কসম খাওয়ার বর্ণনা..........২২৪
কসমের বিবরণ ২২৭
যবাই করার পদ্ধতির বর্ণনা ২২৮

বিষয় পৃষ্ঠা
হালাল ও হারাম জিনিসের বর্ণনা.......... ২২৯
বিবিধ মাসআলা ২৩১
কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের বর্ণনা..........২৩৩

বিবাহ অধ্যায়/২৩৫

বিবাহের মাসাইল..........২৩৫
যাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম ২৩৬
ওলী বা অভিভাবক..........২৩৯
অভিভাবকের ক্রমধারা ২৩৯
কুফু সংক্রান্ত আলোচনা..........২৪৩
বিবাহের মহর..........২৪৪
মহরে মিসাল..........২৪৭
কাফিরের বিবাহ ২৪৮
স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা..........২৪৮
দুধপান সংক্রান্ত বিধি-বিধান ২৪৯

তালাক অধ্যায়/২৫২

তালাকের মাসাইল ২৫২
বিবাহের খুতবা ২৫২
তালাক দেওয়ার বিধান ২৫৩
তালাকের প্রকার..........২৫৩
শব্দগত দিক থেকে তালাকের প্রকার ২৫৪
স্বামী-স্ত্রী মিলনের পূর্বে তালাকের বিবরণ..........২৫৬
তিন তালাকের মাসআলা ২৫৬
কোন শর্ত আরোপ করে তালাক প্রদান..........২৫৮
অসুস্থ অবস্থায় তালাক দেওয়ার বিধান ২৫৯
রুজ‘আত বা স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার মাসাইল ২৬০
স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার কসম ২৬২

বিষয় পৃষ্ঠা
‘যিহার’ বা স্ত্রীকে মায়ের সমতুল্য বলা........২৬৩
কাফফারার বিবরণ........২৬৫
লি‘আনের বয়ান........২৬৬
খোলা তালাকের বয়ান........২৬৭
স্বামী নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার মাসাইল........২৬৯
ইদ্দতের বিবরণ........২৬৯
স্বামীর ইন্তেকাল পরবর্তী ইদ্দত........২৭১
শোক পালনের বিধান........২৭২
খোর-পোষের বিবরণ........২৭৩
থাকার ঘর........২৭৪
সন্তান হালাল হওয়ার বিবরণ........২৭৫
সন্তান লালন-পালনের বিধান........২৭৬
মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হওয়ার বিবরণ........২৭৬
নেশা জাতীয় দ্রব্যের বিবরণ........২৭৮
সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার বিধি........২৭৮
পোশাক ও পর্দা........২৭৯
ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে আলোচনা........২৮১
চুল সম্পর্কিত আহ্‌কাম........২৮২

ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়/২৮৪

ক্রয়-বিক্রয়ের বর্ণনা........২৮৪
মূল্য নির্ধারিত হওয়ার বর্ণনা........২৮৫
পণ্য-দ্রব্য নির্ধারিত হওয়ার বর্ণনা........২৮৬
বাকী বিক্রির আলোচনা........২৮৭
ফেরত দেওয়ার শর্ত করে কেনা-বেচা........২৮৭
না দেখে বস্তু ক্রয়ের বর্ণনা........২৮৮
পণ্যের ত্রুটি বেরিয়ে আসার বর্ণনা........২৮৯

বিষয় পৃষ্ঠা
ফাসেদ ও বাতিল ক্রয়-বিক্রয়........২৯০
মুনাফা গ্রহণ করে বা ক্রয় মূল্যে বিক্রি করার আলোচনা........২৯২
সুদি লেনদেনের আলোচনা........২৯৩
স্বর্ণ-রৌপ্য ও তার দ্বারা তৈরী জিনিসের আলোচনা........২৯৩
যেসব জিনিস ওজন করে বিক্রি করা হয় তার প্রসঙ্গে আলোচনা........২৯৪
বাইয়ে সালাম প্রসঙ্গ........২৯৫

বিবিধ অধ্যায়/২৯৮

ঋণ নেওয়ার আলোচনা........২৯৮
দায়িত্ব গ্রহণের বর্ণনা........২৯৮
নিজের ঋণ অন্যের দায়িত্বে দেওয়ার বর্ণনা........২৯৯
কাউকে উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগের বিবরণ........৩০০
উকিল বা প্রতিনিধিকে বরখাস্ত করার আলোচনা........৩০১
কাজ কারবারে শেয়ারের আলোচনা........৩০১
শেয়ারে ব্যবসার আলোচনা........৩০৩
অংশীদারী বস্তু বণ্টন করার বর্ণনা........৩০৪
কারো কাছ থেকে কোন জিনিস ধার নেওয়ার আলোচনা........৩০৫
আমানত রাখাও গ্রহণ করার আলোচনা........৩০৫
হেবা বা দান সম্পর্কে আলোচনা........৩০৭
ছোট বাচ্চাদের কোন কিছু দেওয়া........৩০৮
কোন কিছু দান করে ফেরত নেওয়ার আলোচনা........৩০৯
কোন কিছু ভাড়ায় গ্রহণ করার আলোচনা........৩০৯
ফাসেদ ইজারার প্রসঙ্গ........৩১০
ইজারা রহিত করণ প্রসঙ্গ........৩১১
জরিমানা নেওয়া প্রসঙ্গ........৩১২
বিনা অনুমতিতে কারো কোন জিনিস নেয়ার আলোচনা........৩১৩
বন্ধক রাখার মাসাইল........৩১৩

বিষয় পৃষ্ঠা

মান্নতের আলোচনা ৩১৪
অসিয়্যতের বর্ণনা ৩১৫

দু‘আ ও মুনাজাত অধ্যায়/৩১৭

কুরআনের আলোকে দু‘আ-মুনাজাত ৩১৭
হাদীসের আলোকে দু‘আ-মুনাজাত..৩১৮
দু‘আ-মুনাজাতের আদব ৩২০
কুরআনুল কারীম থেকে নির্বাচিত দু‘আ......................................৩২২
দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভের দু‘আ ৩২২
গুনাহ মাফ, হেদায়াত ও রহমত লাভের দু‘আ ৩২৩
নেক সন্তান লাভের দু‘আ ৩২৫
স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতা ও সকল মুমিনদের জন্য দু‘আ ৩২৫
অত্যাচারী ও কাফিরদের ফেতনা থেকে মুক্তি লাভের দু‘আ.............. ৩২৭
ইলম বৃদ্ধি, হৃদয়ের প্রশস্ততা লাভ ও জিহ্বার জড়তা থেকে মুক্তির দু‘আ ... ৩২৭
আযাব থেকে মুক্তি লাভের দু‘আ ৩২৮
ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু নসীব হওয়ার দু‘আ ৩২৮
হাদীসে নববী থেকে নির্বাচিত দু‘আ...৩২৯
আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা বিষয়ক কয়েকটি দু‘আ........................ ৩৩০
সাইয়িদুল ইস্তিগফার.. ৩৩২
বিভিন্ন প্রকার আযাব ও ফিতনা থেকে বাঁচার দু‘আ........................ ৩৩৩
মন্দ স্বভাব, শারীরিক দোষ ত্রুটি এবং রোগব্যাধি থেকে মুক্তিলাভের দু‘আ..... ৩৩৪
বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ রাখা ও বিশেষ কিছু নেয়ামত লাভ করার দু‘আ. ৩৩৬
ব্যাপক অর্থপূর্ণ কয়েকটি বরকতময় দু‘আ ৩৩৭
কঠিন কর্মকে সহজ করার দু‘আ.. ৩৪৬
কারো ক্ষতি থেকে বাঁচার দু‘আ... ৩৪৬
ঋণমুক্তির দু‘আ... ৩৪৬

বিষয় পৃষ্ঠা

কোনো বিপদ বা দুঃখ-কষ্টে নিপতিত ব্যক্তির দু‘আ........................৩৪৬
কয়েকটি প্রয়োজনীয় মাসনূন দু‘আ ৩৪৭
যানবাহনে আরোহণের দু‘আ...৩৪৭
সফর ও প্রত্যাবর্তনের দু‘আ..৩৪৮
বদ-নজর ও রোগব্যাধি থেকে হিফাযতের দু‘আ............................৩৪৮
বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু‘আ...৩৪৯
সকাল-সন্ধ্যার দু‘আ..৩৪৯
সাপ-বিচ্ছু থেকে বাঁচার দু‘আ..৩৫০

সীরাত অধ্যায়/৩৫১

রাসূলে কারীম সা.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী......................................৩৫১
নবীজীর আখলাক-চরিত্র...৩৫৩

আকাইদ অধ্যায়

আকীদার বিবরণ

আকীদা : সমস্ত দুনিয়ার কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। অতঃপর আল্লাহপাকের সৃষ্টি করার মাধ্যমেই এসব কিছু অস্তিত্ব লাভ করেছে।

আকীদা : আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি আর তিনি নিজেও কারো থেকে জন্ম নেননি। তাঁর কোন বিবি নেই এবং তার সমকক্ষও কেউ নেই।

আকীদা : তিনি সর্বদা আছেন এবং সব সময় থাকবেন।

আকীদা : তিনি চিরঞ্জীব, সকল কিছুর উপর তাঁর ক্ষমতা বিদ্যমান। আল্লাহ পাকের অবগতির বাইরে কিছুই নেই, তিনি সবকিছু শোনেন এবং দেখেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। তাঁকে বাধা দেওয়ার মত কেউ নেই, একমাত্র তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। তাঁর কোন সাথী বা সমপর্যায়ের কেউ নেই। তিনি নিজ বান্দাদের প্রতি দয়ালু এবং সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি সমস্ত জিনিসের স্রষ্টা। তাঁকে সৃষ্টিকারী কেউ না। তিনি দু'আ কবুল করেন। তিনি সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। কিয়ামতের সময় তিনিই আবার সবাইকে সৃষ্টি করবেন। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। এ ধরনের সকল ভালো ও শ্রেষ্ঠ গুণাবলী তাঁর মাঝে বিদ্যমান। খারাপ বা ক্ষতির কোন দোষ তাঁর মাঝে নেই। তিনি সব দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

আকীদা : তাঁর সমস্ত গুণাবলী সর্বদা আছে এবং সর্বদাই থাকবে। তার মধ্যকার কোন গুণ কখনো হারিয়ে যাবে না।

আকীদা : আল্লাহপাক তাঁর বান্দাদেরকে বুঝ ও ইচ্ছা দান করেছেন, যার দ্বারা তারা গুনাহ ও সওয়াবের কাজ নিজ ইচ্ছায় করে থাকে। তবে বান্দার মাঝে কোন কাজ সৃষ্টি করার শক্তি নেই। গুনাহের কাজে আল্লাহপাক অসন্তুষ্ট হন এবং সওয়াবের কাজে আল্লাহপাক খুশি হন।

আকীদা : আল্লাহপাক তাঁর বান্দাদেরকে এমন কোন কাজের নির্দেশ দেননি, যা বান্দার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

আকীদা : কোন কিছু করতে আল্লাহপাক বাধ্য নন। তিনি বান্দাদের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেন, তা একান্তই তাঁর দয়া ও অনুকম্পা।

আকীদা : বান্দাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহপাক অনেক নবী ও রাসূল আলাইহিস্ সালাম দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তাঁরা সকলেই সবরকম গুনাহ থেকে পবিত্র। তাঁদের সংখ্যা কত তা সঠিকভাবে আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তাঁদের হক্কানিয়াত বা সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহপাক তাঁদের হাতে অনেক অভিনব এবং অসাধারণ বিষয়াদির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, যা অন্য কোন লোকের দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়, এরূপ বিষয়াদিকে মু'জিযা বলা হয়। নবী আ. গণের মাঝে সর্বপ্রথম ছিলেন হযরত আদম আ. আর সর্বশেষ নবী ও রাসূল ছিলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অন্যরা এসেছেন এ দু'জনের মাঝে। অন্যান্য যে সকল নবী আ. দুনিয়ায় আগমন করেছেন তাঁদের মাঝে অনেকের নাম প্রসিদ্ধ। যেমন : হযরত নূহ আ., হযরত ইবরাহীম আ., হযরত ইসহাক আ., হযরত ইসমাঈল আ., হযরত ইয়াকুব আ., হযরত ইউসুফ আ., হযরত দাউদ আ., হযরত সুলাইমান আ., হযরত আইউব আ., হযরত ইয়াহইয়া আ., হযরত হুদ আ., হযরত শুআইব আ., হযরত মূসা আ. এবং হযরত ঈসা আ.।

আকীদা : মোট পয়গম্বরের সংখ্যা যে কত তা আল্লাহপাক কাউকেই জানাননি। এজন্য অন্তরে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, আল্লাহপাকের প্রেরিত যত নবী-রাসূল আছেন আমরা তাঁদের সকলের উপর ঈমান রাখছি, যাদের কথা আমাদের জানা আছে তাঁদের উপর এবং যাঁদের কথা আমাদের জানা নেই তাদের ও সকলের উপর আমরা ঈমান গ্রহণ করছি।

আকীদা : পয়গম্বর আ. গণের মাঝে কারো মর্যাদা অপর থেকে বেশি। সবচাইতে অধিক মর্যাদার অধিকারী হলেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরে আর কোন নতুন নবীর আবির্ভাব ঘটবে না। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এবং জিনের আবির্ভাব ঘটবে, তিনি তাদের সকলের নবী ও রাসূল।

আকীদা : আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহপাক জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে পবিত্র মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে সপ্তম আসমানের উপরে এবং সেখান থেকে আল্লাহপাকের যেখানে ইচ্ছা হয়েছে ভ্রমণ করিয়েছেন। অতঃপর পুনরায় পবিত্র মক্কায় পৌঁছে দিয়েছেন। ইসলামের পরিভাষায় এ ভ্রমণকে মি'রাজ নামে অভিহিত করা হয়।

আকীদা : আল্লাহপাক কিছু মাখলুক নূর দ্বারা সৃষ্টি করে তা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রেখেছেন। তাদেরকে ফেরেশতা বলে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাদের দায়িত্বে অর্পিত আছে। তাঁরা কখনো আল্লাহপাকের হুকুমের বাইরে কোন কাজ করেন না। আল্লাহপাক যাকে যে কাজে লাগিয়ে রেখেছেন সে ওই কাজেই লেগে আছেন। চারজন ফেরেশতা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তাঁরা হলেন– হযরত জিবরাঈল আ., হযরত মিকাঈল আ., হযরত ইসরাফীল আ. ও হযরত আযরাঈল আ.। আল্লাহপাক কিছু মাখলুক আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাও আমাদের দৃষ্টি শক্তির বাইরে। তাদেরকে জিন বলা হয়। জিনদের মাঝেও ভালো-খারাপ সব রকমই আছে। তাদের সন্তানও হয়। তাদের মধ্যে সবচাইতে খারাপ ও দুষ্ট হলো ইবলিস অর্থাৎ শয়তান।

আকীদা : মুসলমান যখন খুব বেশি পরিমাণে ইবাদত বন্দেগী করে এবং গুনাহের কাজ থেকে খুব সতর্কতার সঙ্গে বেঁচে থাকে, দুনিয়ার প্রতি কোন মহব্বত রাখে না এবং নিজ পয়গম্বরের খুব ভালোভাবে অনুসরণ করে চলে তখন সে আল্লাহপাকের বন্ধু ও প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহপাকের ওলী বলা হয়। এ ধরনের আল্লাহর ওলীদের দ্বারা এমন কিছু কাজ সংঘটিত হয় যা অন্য লোকদের দ্বারা সম্ভব হয় না। এ জাতীয় বিষয়কে 'কারামত' বলা হয়।

আকীদা : ওলী যত উপরের স্তরেরই হোক না কেন তিনি কখনো নবীর সমান হতে পারেন না।

আকীদা : কোন ব্যক্তি আল্লাহপাকের যতই প্রিয়পাত্র হোন না কেন যতক্ষণ তার হুঁশ-জ্ঞান বাকী থাকবে ততক্ষণ তাকে শরীয়তের বিধান অবশ্যই মেনে চলতে হবে। নামায, রোযাসহ অন্য কোন ইবাদতই তার জন্য মাফ হয়ে যাবে না। অনুরূপ কোন গুনাহের কাজও তার জন্য সঠিক বা জায়েয হয়ে যাবে না।

আকীদা : যে ব্যক্তি শরীয়ত পরিপন্থী চলাফেরা করে সে ব্যক্তি কখনো আল্লাহপাকের বন্ধু হতে পারে না। এরূপ ব্যক্তির কাছ থেকে যদি কোন আশ্চর্যজনক কাজ প্রকাশ পায়, তবে তাকে জাদু মনে করতে হবে অথবা প্রবৃত্তি বা শয়তানের ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা। তার প্রতি কোন ভালো ধারণা বা বিশ্বাস পোষণ করা যাবে না।

আকীদা : অনেক রহস্যের কথা আল্লাহপাক তাঁর ওলী বা বন্ধুদেরকে ঘুমের মাঝে কিংবা জাগ্রত অবস্থায় জানিয়ে দেন। একে কাশ্‌ফ ও ইলহাম বলা হয়। যদি সেগুলো শরীয়ত বিরোধী না হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু যদি শরীয়ত পরিপন্থী হয় তবে তা পরিত্যাজ্য।

আকীদা : মহান আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের সকল বিষয়াদি পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে বান্দাদেরকে বলে দিয়েছেন, এখন দ্বীনের মাঝে কোন নতুন কিছুর আবিষ্কার করা জায়েয নয়। এ ধরনের নতুন আবিষ্কারের নাম হচ্ছে 'বিদ'আত'। বিদ'আত অনেক বড় গুনাহের কাজ।

আকীদা : আল্লাহ তা'আলা ছোট বড় অনেক কিতাব আসমান থেকে হযরত জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক নবী ও রাসূল আ.-গণের উপর অবতীর্ণ করেছেন। যাতে তাঁরা নিজ নিজ উম্মতকে দ্বীনের কথা শোনাতে পারেন। সে কিতাবসমূহের মধ্যে চারটি কিতাব সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। সে চারটি কিতাব হচ্ছে, তাওরাত, যা হযরত মূসা আ.-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। যবূর, যা হযরত দাউদ আ.-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। ইনজীল, যা হযরত ঈসা আ.-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর সর্বশেষ পবিত্র কুরআন, যা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআনই হচ্ছে সর্বশেষ আসমানী কিতাব এরপর আর কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের বিধানই চলতে থাকবে।

অন্যান্য আসমানী কিতাবের অনেক কিছুই পথভ্রষ্ট লোকেরা পরিবর্তন করে ফেলেছে। কিন্তু পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব মহান আল্লাহপাক তাঁর নিজ কুদরতী হাতেই রেখে দিয়েছেন। এ কারণে কেউ এর মাঝে সামান্যতম পরিবর্তনও সাধন করতে পারেনি, পারবেও না।

আকীদা : আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যেসব মুসলমানেরা দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় 'সাহাবী' তাঁদের ব্যাপারে অনেক মর্যাদা ও সম্মানের কথা বর্ণিত রয়েছে। তাঁদের সকলের প্রতি মহব্বত ও ভালো ধারণা রাখা আবশ্যক। তাঁদের সকলের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী হলেন চারজন সাহাবী। তাঁদের একজন হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি., যিনি প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত তথা খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সকল দ্বীনী কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিয়েছেন। এ কারণে তাঁকে প্রথম খলীফা বলে অভিহিত করা হয়। সকল উম্মতের মাঝে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অতঃপর হযরত উমর ফারুক রাযি. দ্বিতীয় খলীফা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর হযরত উসমান গণী রাযি. তৃতীয় খলীফা হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, এরপর খেলাফতের দায়িত্ব অর্পিত

হয় হযরত আলী রাযি.-এর উপর। তিনি হলেন ইসলামী ইতিহাসের চতুর্থ খলীফা।

আকীদা : সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-এর মর্যাদা এত অধিক যে, শীর্ষস্থানীয় কোন ওলীও একজন সাধারণ সাহাবী রাযি.-এর সমমর্যাদায় পৌঁছুতে পারে না।

আকীদা : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সকল সন্তান ও বিবিগণ সকলেই সম্মানের উপযুক্ত। তাঁর সন্তানদের মাঝে সবচাইতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হলেন হযরত ফাতিমা রাযি.। আর স্ত্রীগণের মাঝে হযরত খাদীজা রাযি. ও হযরত আয়েশা রাযি. সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

আকীদা : ঈমান তখনই সঠিক ঈমান হিসাবে বিবেচিত হয়, যখন মুমিন ব্যক্তি আল্লাহপাক এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সকল ব্যাপারে সত্য বলে জানবে এবং তা মেনে চলবে। আল্লাহপাকের রাসূলের কোন কথার মাঝে সন্দেহ পোষণ করা কিংবা তাঁকে মিথ্যাবাদী বা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা বা ছদ্রান্বেষণ করার দ্বারা মানুষ ঈমানহারা হয়ে যায়।

আকীদা : পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের সুস্পষ্ট বিধি-বিধান ও মর্মসমূহ অমান্য করা এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন হাদীসের মর্ম বদলে দেওয়া নিতান্তই বদদ্বীনী কাজ।

আকীদা : গুনাহের কাজকে হালাল মনে করলে ঈমান চলে যায়।

আকীদা : যত বড় গুনাহের কাজ বান্দার দ্বারা হয়ে যাক না কেন, যতক্ষণ তাকে খারাপ জ্ঞান করা হবে ততক্ষণ তার ঈমান বহাল থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে ঈমান কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়বে।

আকীদা : মহান আল্লাহপাকের ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে যাওয়া এবং নিরাশ হয়ে যাওয়া দুটোই কুফরী কাজ।

আকীদা : গায়েব বা অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহপাক ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

আকীদা : যখন কোন লোক মারা যায় এবং তাকে দাফন করা হয় তবে দাফনের পর, অন্যথায় সে যে অবস্থায় থাকে ঐ অবস্থাতেই তার কাছে দু'জন ফেরেশতার আগমন ঘটে। যাদের একজনের নাম হচ্ছে মুনকার আর অপরজনের নাম নাকীর। তাঁরা দু'জন এসে প্রশ্ন করেন, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখিয়ে প্রশ্ন করেন, ইনি কে?

ঐ মুর্দা ব্যক্তি যদি ঈমানদার হয় তবে সে সব প্রশ্নের জবাব ঠিক ঠিক দিয়ে

দেয়। তখন তার জন্য সকল প্রকার আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা হয়ে যায়। তার কবর থেকে জান্নাতের দিকে একটি জানালা করে দেওয়া হয়, যে জানালা দিয়ে জান্নাতের শীতল বায়ু এবং সুঘ্রাণ তার কবরে আসতে থাকে এবং সে তার কারণে আরামে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু মুর্দা ব্যক্তি যদি ঈমানদার না হয় তবে সে সকল প্রশ্নের জবাবে বলতে থাকে 'আমি কিছুই জানি না'। ফলে তার উপর অত্যন্ত কঠোরতা করা হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার বিভিন্ন রকমের আযাব হতে থাকে। আবার অনেককে আল্লাহপাক এ পরীক্ষা থেকে মুক্ত করে দেন। এসব কিছুই মুর্দা ব্যক্তি অনুভব করে কিন্তু আমরা তার কিছুই দেখতে পাই না। যেমন, ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে অনেক কিছু দেখে, অনেক জায়গায় চলে যায় অথচ তার পাশে বসে থাকা জাগ্রত ব্যক্তি তার কিছুই দেখতে বা জানতে পারে না।

আকীদা : মারা যাওয়ার পর প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় মুর্দা ব্যক্তির ঠিকানা তাকে দেখানো হয়। জান্নাতী ব্যক্তিকে জান্নাত দেখিয়ে সুসংবাদ প্রদান করা হয়। আর জাহান্নামী ব্যক্তিকে জাহান্নাম দেখিয়ে ভয় ও আতঙ্কগ্রস্ত করা হয়।

আকীদা : মুর্দা ব্যক্তির জন্য দু'আ করলে কিংবা কিছু দান-খয়রাত করে তার রূহে সওয়াব বখশিশ করে দেওয়া হলে সে ঐ সওয়াবপ্রাপ্ত হয় এবং এর দ্বারা সে বড় উপকৃত হয়।

আকীদা : আল্লাহপাক এবং প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের যেসব নিদর্শন বর্ণনা করেছেন, তার সবগুলো অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। ইমাম মাহদী আ. আত্মপ্রকাশ করবেন এবং খুব ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বাদশাহী করবেন। সে সময় কানা দাজ্জালের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে এবং দুনিয়ায় সে অনেক ফাসাদ সৃষ্টি করবে। তাকে হত্যা করার জন্য হযরত ঈসা আ. আসমান থেকে অবতীর্ণ হবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

এরপর আসবে ইয়াজুজ-মাজুজ নামক এক শক্তিশালী বাহিনী। তারা সমস্ত দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে এবং প্রচণ্ড অরাজকতা সৃষ্টি করবে। অতঃপর আল্লাহপাকের গযবে ধ্বংস হয়ে যাবে। অদ্ভুত প্রকৃতির কিছু জানোয়ার মাটির অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসবে এবং মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে। পবিত্র কুরআন উঠিয়ে নেওয়া হবে। এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দুনিয়ার সকল মুসলমান মারা যাবে এবং সারা দুনিয়া কাফের-মুশরিকে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এছাড়া কিয়ামতের আরো অনেক নিদর্শন প্রকাশ পাবে।

আকীদা : যখন কিয়ামতের সকল আলামত প্রকাশিত হয়ে যাবে তখন কিয়ামতের কার্যক্রম শুরু হবে। আল্লাহপাকের নির্দেশে হযরত ইসরাফীল আ. সিংগায় ফুৎকার দেবেন। সিঙ্গা বিরাট আকারের গরুর শিং-এর মত একটি বস্তু। সে সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আসমান-জমিন ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সমস্ত সৃষ্টিজীব ধ্বংস হয়ে যাবে। সমস্ত প্রাণী মারা যাবে এবং যারা পূর্বেই মারা গিয়েছিল তাদেরও আত্মা বেঁহুশ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহপাক যাদের বাঁচাতে চান তাদের নিজ অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখবেন। এমনি অবস্থাতেই কেটে যাবে একটি দীর্ঘ সময়।

আকীদা : এরপর যখন আল্লাহপাক দুনিয়াকে পুনরায় সৃষ্টি করতে চাইবেন তখন আল্লাহপাকের হুকুমে দ্বিতীয়বার পুনরায় শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। এ ফুৎকারের দ্বারা সারা দুনিয়া পুনরায় সৃষ্টি হয়ে যাবে। সকল মৃত জীবজন্তু পুনরায় জীবিত হয়ে যাবে। কিয়ামতের ময়দানে সকলে একত্র হবে। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় ঘাবড়ে গিয়ে সকলেই নিজ নিজ নবী আ.-গণের কাছে সুপারিশের জন্য যাবে। সর্বশেষ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সবাই আবেদন জানাবে। ফলে তিনি সবার এই কষ্ট দূর করার জন্য সুপারিশ করবেন। মীযান তথা পরিমাপযন্ত্র স্থাপন করা হবে। নেকী-বদী ওজন করা হবে এবং তার হিসাবও নেওয়া হবে। অনেকে আবার বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে। নেককার লোকদের আমলনামা ডান হাতে এবং বদকার লোকদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতদেরকে হাউযে কাউসারের পানি পান করাবেন। যে পানি দুধের চাইতে বেশি সাদা এবং মধুর চাইতেও বেশি মিষ্টি হবে। সকলকে পুলসিরাতের উপর আরোহণ করতে হবে। যারা নেককার বান্দা তারা ঐ পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে চলে যাবে। আর যারা বদকার তারা ঐ পুলসিরাতের উপর থেকে জাহান্নামে পতিত হবে।

আকীদা : জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে, যার মধ্যে সাপ-বিচ্ছুসহ বিভিন্ন রকম আযাব রয়েছে। জাহান্নামীদের মাঝে যার মধ্যে সামান্যতম ঈমান থাকবে, সে নিজের গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পর নবী আ. কিংবা বুযুর্গানে দ্বীনের সুপারিশের ভিত্তিতে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে যত বড় গুনাহগারই হোক না কেন। কিন্তু যারা কাফের এবং মুশরিক তারা চিরদিনের জন্য জাহান্নামে থাকবে। সেখানে তাদের মৃত্যুও হবে না আবার সেখান থেকে বেরও হতে পারবে না।

আকীদা : জান্নাতও সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে, সেখানে রয়েছে রকমারি সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ এবং অফুরন্ত নিয়ামতরাজি। জান্নাতবাসীদের কোন রকম ডর-ভয় থাকবে না এবং তারা চিরকাল সেখানেই থাকবে। তারা জান্নাত থেকে কখনো বিতাড়িত হবে না এবং সেখানে তাদের কোনদিন মরণও হবে না।

আকীদা : আল্লাহপাক চাইলে ছোট ছোট গুনাহের কারণেও শাস্তি দিতে পারেন। আবার বড় বড় গুনাহকে তিনি মাফ করে দিতে পারেন, যার কারণে তিনি মোটেও কোন শাস্তি দেবেন না।

আকীদা : আল্লাহপাকের সঙ্গে কাউকে শরীক করা বা আল্লাহপাকের সঙ্গে কুফরী করা হলে এরূপ গুনাহ মহান আল্লাহ কখনো ক্ষমা করেন না। এ ধরনের গুনাহ ব্যতীত অন্য কোন গুনাহ হলে আল্লাহপাক ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

আকীদা : যেসব লোকের নাম উল্লেখ করে আল্লাহপাক এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন তাদের ব্যতীত অন্য কারো জান্নাতে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে ভালো নিদর্শনের ভিত্তিতে ভালো ধারণা পোষণ করা এবং আল্লাহপাকের রহমতের প্রতি আশা রাখা আবশ্যক।

আকীদা : বেহেশতে সবচে বড় নিয়ামত হলো আল্লাহপাকের দীদার লাভ করা যা বেহেশতবাসীরা লাভ করবে। সে নিয়ামতের তুলনায় অন্য সকল নিয়ামত তুচ্ছ মনে হবে।

আকীদা : দুনিয়ায় জাগ্রত অবস্থায় সাধারণ চোখে কেউ আল্লাহপাককে দেখেনি।

আকীদা : মানুষ তার জীবনে ভালো খারাপ যাই করুক, পরিশেষে যে অবস্থায় তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে, সে হিসাবেই সে ভালো কিংবা খারাপ প্রতিদানপ্রাপ্ত হয়।

আকীদা : জীবনের যে কোন সময়ে মানুষ তওবা করলে কিংবা ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহপাকের দরবারে তা কবুল হয়। তবে মুমূর্ষু অবস্থায় যখন মানুষের প্রাণ নির্গত হতে থাকে এবং আযাবের ফেরেশতা তার নজরের সামনে ভেসে ওঠে, সে সময় তওবা করলেও তা কবুল হয় না এবং ঈমান গ্রহণ করলেও তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

কুফর-শিরক সম্পর্কে আলোচনা

কুফরী কাজ পছন্দ করা কিংবা কারো দ্বারা কুফরী কাজ করানো কিংবা কোন কারণে এভাবে নিজের ঈমান গ্রহণের অনুশোচনা করা যে, হায় আমি যদি মুসলমান না হতাম বা অমুক বিষয়টি অর্জন করতে পারতাম। সন্তানাদি কিংবা কারো মারা যাওয়ার কারণে বেদনার আতিশয্যে এমন কথা বলা যে, আল্লাহ মারার জন্য একেই বেছে নিলেন আল্লাহর এমনটি করা ঠিক হয়নি কিংবা এমন অবিচার কেউ করে না আল্লাহ! যেমনটি তুমি করলে!

আল্লাহপাকের কিংবা তাঁর রাসূলের কোনো বিধানকে খারাপ মনে করা অথবা তার মাঝে কোন ক্রটি সাব্যস্ত করা, কোন নবী কিংবা ফেরেশতাকে হেয়প্রতিপন্ন করা বা তাঁদেরকে প্রতি দোষারোপ করা। কোন পীর-বুযুর্গ সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, আমাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে তিনি সর্বদা খবর রাখেন। জ্যোতিষী, পণ্ডিত কিংবা যাকে জিনে ধরেছে তার কাছে অদৃশ্যের খবর জানতে চাওয়া।

ভাগ্য গণনা করানো এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। কাউকে লাভ বা লোকসানের মালিক বা অধিকারী মনে করা। কারো কাছে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের আবেদন করা। কারো কাছে রিযিক বা সন্তান কামনা করা, আল্লাহপাক ব্যতীত কারো নামে রোযা রাখা। কাউকে সিজদা করা। কারো নামে কোন কিছু উৎসর্গ করা বা মান্নত করা। কারো কবর কিংবা ঘরকে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করা, কোন স্থানকে কা'বা শরীফের মত আদব ও সম্মান দেখানো। কারো নামে হাতের বাজুতে পয়সা বেঁধে রাখা। মাথায় টিকি রাখা, গলায় কোমর পর্যন্ত ঝুলানো ফুলের মালা পরিধান করান।

ফকীর সাজা, আলী বখশ, হুসাইন বখশ, আবদুন নবী ইত্যাদি নাম রাখা। কোন দিনটি ভালো কোন দিনটি খারাপ এরূপ প্রশ্ন করা। কোন কিছুকে শুভ বা অশুভ বলে নির্ণয় করা। কোন মাস বা তারিখকে কুলক্ষুণে জ্ঞান করা। ছবি রাখা, বিশেষ করে কোন বুযুর্গের ছবি বরকত মনে করে লটকিয়ে রাখা এবং সে ছবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এসবই শির্ক ও কুফরী কাজ।

বিদ'আত, বদরসম ও কুপ্রথা

কোন কবরকে কেন্দ্র করে সেখানে ধুমধামে মেলা বসানো। কবরে বাতি জ্বালানো। কবর ও মাজারে মহিলাদের গমন করা। কবরে চাদর বা জামিয়ানা লটাকানো। কবর পাকা করা। নকল কবর প্রস্তুত করা। কবরকে চুম্বন করা কিংবা লেহন করা। কবরে পতাকা টানানো কিংবা তাতে হালুয়া, রুটি রাখা। ঢোল, তবলা ইত্যাদি বাজনা বাজানো। নকল কবর বানিয়ে তাকে সালাম করা। কোন কিছুকে অচ্ছুৎ বা অস্পৃশ্য জ্ঞান করা। মহররম মাসে খুশির কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকা। তীজা (কেউ মারা গেলে তৃতীয় দিনে কোন অনুষ্ঠান) কিংবা চল্লিশা (মারা যাওয়ার চল্লিশতম দিনে অনুষ্ঠান করা) ইত্যাদিকে আবশ্যকীয় মনে করে করা। খতনা কিংবা কোন কিছুর সূচনা করার সময় আঞ্চলিক রসম-রেওয়াজের তাবেদারী করা। বিশেষতঃ ঋণ-করজ করে হলেও রং তামাশার আয়োজন করা। হোলী খেলা কিংবা দেওয়ালী (হিন্দু শাস্ত্র মতে দুটি উৎসব বিশেষ) ইত্যাদির আয়োজন করা।

দেবর, ভাবী, ফুফাতো, খালাতো, মামাতো ভাই-বোনদের সামনে বেপর্দাভাবে উপস্থিত হওয়া। ঢোল-তবলা বাজানো কিংবা গান-বাজনা শ্রবণ করা। গায়িকা, নায়িকা, নর্তকী কিংবা নাচনেওয়ালী মহিলাদের এনে নাচ-গানের অনুষ্ঠান করা। বংশীয় আভিজাত্য নিয়ে গর্ব করা। শরীয়তবিরোধী কথা বলা। অহংকার বা তাকাব্বুরীর বশে বিবাহে অধিক মহর ধার্য করা। দুঃখ-বেদনার সময় চিৎকার করে ক্রন্দন করা এবং ব্যবহারের ঘড়ি ভেঙ্গে ফেলা। সাদাসিধা চালচলনকে দোষণীয় মনে করা। ইসলামী চালচলন পরিহার করে অনৈসলামী চাল-চলন অবলম্বন করা। 'সালাম' শব্দের পরিবর্তে 'বন্দেগী' শব্দ বলে অভিবাদন জানানো। বাচ্চাদেরকে কান্না কমানোর জন্য আফিম জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করা। কোন অসুস্থতার কারণে বাঘের দুধ কিংবা বাঘের গোশত খাওয়ানো। এ জাতীয় আরো অনেক বিষয় আছে, যা বিদ'আত, বদরসম এবং কুপ্রথার অন্তর্ভুক্ত। এখানে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

কিছু বড় গুনাহ যার উপর অনেক ধমকি এসেছে

আল্লাহপাকের সঙ্গে শিরক করা। অন্যায়ভাবে খুন করা, তা যেভাবেই করা হোক না কেন। যাদু, মন্ত্র, বান, টোনা যা দ্বারাই মারা হোক তা খুনেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া। এতীমের মাল ভক্ষণ করা। যেমন : স্বামী মারা যাওয়ার পর অধিকাংশ নারীরাই স্বামীর সম্পদ নিজের হাতে রেখে ছোট বাচ্চাদের মীরাসের অংশ ইচ্ছামত খরচ করে। মেয়েদের মীরাসের অংশ ঠিকমত না দেওয়া। জমিদার লোকদের অন্যায়ভাবে কাউকে দ্বারা কোন কাজ করানো। যে কারো থেকে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করানো। ধনী লোকদের জমিনে নিজ থেকে উৎপন্ন ঘাস নিতে বাধা প্রদান করা কিংবা করানো। নিজের মাঠে অন্যদের গরু-ছাগল চরাতে বাধা দেওয়া। কারো মালিকানাধীন জমিনে কিংবা রাস্তায় অন্যদের চলাচল করতে না দেওয়া। পানির প্রাকৃতিক ঝরণা কিংবা স্রোতে অথবা নদীর পানি থেকে পানি নিতে বা মাছ ধরতে বাধা প্রদান করা। এসব স্থানের মাছ নিজে মালিক হয়ে বিক্রি করা। অন্যায়ভাবে কারো কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেওয়া। জমি চাষাবাদ করার জন্য দেওয়ার পর কৃষকের ঐ জমির ওয়ারিশ হওয়ার দাবি করা। অনুরূপভাবে শহরে যারা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে সেসব ভাড়াটিয়া কিংবা দোকানদার অথবা অন্যের ঘরে যারা জায়গীরদার হিসাবে থাকে তাদের ঐ ঘরে ওয়ারিশ হওয়ার দাবি করা। জুলুম করা। কারো অগোচরে তার দোষচর্চা করা। ওয়াদা খেলাফ করা। আমানতের খেয়ানত করা। আল্লাহপাকের আদেশ কোন ফরয কাজ যেমন : নামায, রোযা, হজ, যাকাত ছেড়ে দেওয়া। কুরআন শরীফ পড়তে শিখে আবার ভুলে যাওয়া। মিথ্যা বলা। আল্লাহপাক ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা। কিংবা এরূপ কসম করা যে, মরার সময় কালেমা নসীব হবে না, ঈমানের উপর মউত হবে না। কোনরূপ অপারগতা ছাড়াই নামায কাযা করা। কোন মুসলমানকে কাফের, বেঈমান ইত্যাদি বলা। চুরি করা, সুদ গ্রহণ করা। আর সুদ শুধু এটাই নয় যে, কাউকে টাকা দিয়ে কিছুদিন পর তার কাছ থেকে কিছু বেশি টাকা গ্রহণ করা হলো। বরং কাউকে করয দিয়ে তার কাছ থেকে যে কোন দিক থেকে উপকৃত হওয়াটাও সুদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। যেমন : যাকে করয দেওয়া হলো তার ব্যক্তি প্রভাব দ্বারা কোন কার্য সিদ্ধি করা কিংবা তাঁকে দ্বারা কোন কাজ করিয়ে তার

পারিশ্রমিক কমিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। অনুরূপভাবে বন্ধক রাখা বস্তু থেকে কোন ফায়দা হাসিল করা, তা যে কোনভাবেই হোক না কেন। ঐ বস্তুটি ব্যবহার করে কিংবা জমিন চাষাবাদ করে কিংবা বাগান থেকে ফল-ফুল ইত্যাদি বিক্রি করে অথবা বন্ধকী ঘরে বসবাস করে যদি ফায়দা অর্জন করা হয় তবে এসবই সুদ বলে গণ্য হবে। এ জাতীয় আরো অনেক বিষয় আছে যেগুলোর কারণে সুদের গুনাহ হয়ে থাকে। ফিকহের কিতাবে তার বিস্তারিত বিবরণ আছে।

কোন কিছুর মূল্য নির্ধারণ করার পর জবরদস্তিমূলকভাবে তা থেকে কম দেওয়া। জুয়া খেলা। (শর্ত আরোপ করে যে কোন খেলাই জুয়া হিসাবে গণ্য) অনুরূপভাবে কোন কিছুর উপর লটারী করাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। কাফের মুশরিকদের কৃষ্টি-কালচার অনুসরণ করা। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সৎ উপদেশ না দেওয়া। কারো দোষ তালাশ করা। প্রত্যেকের প্রাপ্য মীরাসের প্রতি লক্ষ্য না করা। মেয়ে কিংবা বোনদেরকে প্রাপ্য মীরাস থেকে বঞ্চিত করা। অপ্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিসদের সম্পদ রসম ও রেওয়াজ পালনের জন্য কিংবা যশ-খ্যাতি লাভ অথবা পার্থিব তিরস্কার থেকে বাঁচার জন্য শরীয়ত পরিপন্থী কিংবা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত স্থানে খরচ করা। শরীয়তের বিধানকে সাধারণ জ্ঞান করা এবং তার গুরুত্ব অন্তরে না থাকা। শরীয়তের বিধানকে সংস্কারযোগ্য মনে করা কিংবা শরীয়তের বিধানের উপর অন্য কোন মতবাদকে বা অন্য রাষ্ট্রের নীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এ জাতীয় সকল ধ্যান-ধারনা কুফরী।

পবিত্রতা অধ্যায়

অযূর বর্ণনা

যে ব্যক্তি অযূ করবে, প্রথম সে কেবলামুখী হয়ে কোন উঁচু স্থানে বসবে নেয়া উচিত যাতে ব্যবহৃত পানির ছিটা তার শরীরে এসে লাগতে না পারে। অযূ শুরু করার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়বে, এরপর প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। অতঃপর তিনবার কুলি করবে এবং মিসওয়াক করবে। যদি মিসওয়াক না থাকে তবে অঙ্গুলি কিংবা মোটা কাপড় দ্বারা নিজের দাঁত ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেবে, যাতে কোনরূপ ময়লা না থাকে। যদি রোযা অবস্থায় না থাকে, তাহলে গড়গড়া করবে এবং ভালোভাবে মুখের সর্বত্র পানি পৌঁছে দেবে। তবে রোযা অবস্থায় হলে গড়গড়া করবে না। কারণ, এতে কিছু পানি কণ্ঠনালির ভিতরে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতঃপর তিনবার নাকে পানি দেবে এবং বাম হাতের সহায়তায় নাক পরিষ্কার করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় রয়েছে সে শুধুমাত্র নাকের ভিতরের নরম গোশত পর্যন্ত পানি দেবে, এর চেয়ে বেশি ভিতরে পানি প্রবেশ করাতে চেষ্টা করবে না। অতঃপর তিনবার চেহারা ধৌত করবে। মাথার চুল থেকে শুরু করে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত সম্পূর্ণ জায়গায় পানি পৌঁছে দেবে। চোখের দুই ভ্রুর নিচেও পানি পৌঁছাতে হবে, যাতে কোথাও শুকনা না থাকে। অতঃপর তিনবার ডান হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। অতঃপর বাম হাত তিনবার কনুইসহ ধৌত করবে এবং এক হাতের অঙ্গুলিসমূহকে অন্য হাতের অঙ্গুলিসমূহের মাঝে ঢুকিয়ে খিলাল করবে। দাড়িও খিলাল করবে যাতে কোন জায়গা শুকনা থেকে না যায়। অতঃপর একবার সমস্ত মাথা মাসাহ করবে। অতঃপর কান মাসাহ করবে, কানের ভিতরের অংশ শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা, আর বাইরের অংশ বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মাসাহ করবে। অতঃপর উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহের পিঠের অংশ দ্বারা ঘাড় মাসাহ করবে। কিন্তু গলা (থুতনির নিচে গলার সামনের অংশ) মাসাহ করবে না। কারণ, এমনটি করা নিষেধ। কান মাসাহ করার জন্য অতিরিক্ত পানির কোনো প্রয়োজন নেই। মাথা মাসাহ করার পর হাতে

যে পরিমাণ পানি অবশিষ্ট থাকে তাই গর্দান মাসাহ করার জন্য যথেষ্ট। এরপর তিনবার ডান পা টাখনুসহ ধৌত করবে। অনুরূপ তিনবার বাম পা টাখনুসহ ধৌত করবে, আর বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করবে। এই হলো অযূ করার পদ্ধতি। তবে এর মধ্যে কিছু বিষয় এমন আছে যার কোন একটি যদি ছুটে যায় কিংবা কোন অসম্পূর্ণতা থেকে যায় তবে অযূ হবে না। পূর্বে যেমন সে অযূবিহীন অবস্থায় ছিল এখনো অনুরূপ অযূবিহীন অবস্থাতেই থেকে যাবে। এরূপ বিষয়সমূহকে ফরয বলা হয়। (এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে)।

আর কিছু বিষয় এমন আছে যা ছুটে গেলেও অযূ হয়ে যায়, তবে সেগুলো করা হলে তার বিনিময়ে সওয়াব পাওয়া যায় এবং ইসলামী শরীয়তে সেগুলো করার প্রতি গুরুত্বও আরোপ করা হয়েছে। তাই সে বিষয়গুলো যদি কেউ প্রায় সময়েই ছেড়ে দেয় তবে সে গুনাহগার হবে। এরূপ বিষয়কে সুন্নাত বলা হয়। আবার কিছু জিনিস এমন আছে, যা করলে সওয়াব পাওয়া যায়, তবে না করলে তাতে কোন গুনাহ হয় না। আর শরীয়তে তা করার ব্যাপারে তেমন কোন গুরুত্বও আরোপ করা হয়নি। এরূপ বিষয়কে মুস্তাহাব বলা হয়।

অযূর ফরযসমূহ

অযূর মধ্যে ৪টি কাজ ফরয। এক. একবার সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা। দুই. কনুইসহ উভয় হাত একবার ধৌত করা। তিন. মাথার চারভাগের একভাগ একবার মাসাহ করা। চার. টাখনুসহ উভয় পা একবার ধৌত করা। এ চারটি কাজই অযূর মধ্যে ফরয। এর মধ্য থেকে কোন একটিও যদি ছুটে যায়, অথবা কোন জায়গা চুল পরিমাণ শুকনা থেকে যায় তাহলে অযূ শুদ্ধ হবে না।

অযূর সুন্নাতসমূহ

উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা, বিসমিল্লাহ পড়া, কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, মিসওয়াক করা, সমস্ত মাথা মাসাহ করা, প্রত্যেক অঙ্গ তিন-তিনবার করে ধৌত করা, কান মাসাহ করা, হাত পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা, এসব কাজগুলো অযূর মধ্যে সুন্নাত। এগুলো ছাড়া অযূর মধ্যে আর যেসব বিষয় রয়েছে সেগুলো হচ্ছে মুস্তাহাব।

অযূর প্রয়োজনীয় কিছু মাসাইল

মাসআলা : উপরে অযূর ফরয হিসাবে বর্ণিত চারটি অঙ্গ ধুয়ে ও মাসাহ করে নেওয়া হলে অযূ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে অযূ করার ইচ্ছা থাকুক কিংবা না থাকুক। যেমন : মানুষ গোসল করার সময় তার সমস্ত অঙ্গ পানিতে ভিজিয়ে নেয় কিন্তু সে অযূ করে না তবুও তার অযূ হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি কেউ হাউজের মধ্যে পড়ে যায় কিংবা বৃষ্টির সময় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে, এতে যদি তার অযূর ফরয অঙ্গগুলো ধোয়া হয়ে যায় তবুও অযূ হয়ে যাবে। তবে নিয়্যত সহকারে অযূ করলে যে সওয়াব পাওয়া যায় সেটা পাবে না।

মাসআলা : যদি কারো নখের মধ্যে আটা লেগে শুকিয়ে থাকে, আর এ কারণে যদি তার নিচে পানি না পৌঁছে তাহলে অযূ হবে না। যখন স্মরণ হয় এবং আটা দেখতে পায় তখন তা অপসারণ করে ঐ জায়গা পানি দ্বারা ধুয়ে নেবে। যদি ওখানে পানি পৌঁছানোর পূর্বে কোন নামায পড়ে থাকে তবে সে নামায পুনরায় পড়ে নিতে হবে।

মাসআলা : যদি কারো হাত বা পা ফেটে গিয়ে থাকে আর সেখানে যদি ভ্যসলিন কিংবা অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করে, তবে ঐ ফাটার ভিতরে ঔষধ থাকাকালীন অবস্থায় যদি শুধু উপর দিয়ে ধুয়ে অযূ করে নেয় তবে অযূ হয়ে যাবে।

মাসআলা : যদি হাত-পায়ে কোন ফোঁড়া কিংবা এমন কোন অসুখ হয় যার কারণে সেখানে পানি লাগলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে সে স্থানে পানি দেবে না, শুধু ভিজা হাত দ্বারা ঐ স্থান মুছে দেবে। যদি এমনটিও ক্ষতিকর হয় তাহলে মাসাহ করারও প্রয়োজন নেই ঐ স্থান বাদ রেখেই অযূ সমাপ্ত করবে।

মাসআলা : কোন ক্ষতস্থানে যদি ব্যান্ডেজ করা থাকে আর সে ব্যান্ডেজ খুলে ঐ জায়গা মাসাহ করতে গেলে যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে কিংবা ঐ ব্যান্ডেজ খুলতে আবার বাধতে বেশ সময় লেগে যায়, কিংবা বেশ কষ্ট হয় তবে সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যান্ডেজের উপর দিয়েই মাসাহ করে নেওয়া জায়েয আছে। আর যদি এমন না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ব্যান্ডেজের উপর দিয়ে মাসাহ করা জায়েয হবে না, ব্যান্ডেজ খুলে ক্ষতস্থানের উপর মাসাহ করতে হবে।

মাসআলা : যতটুকু স্থানে ক্ষত রয়েছে ব্যান্ডেজ যদি তার চাইতে বেশি জায়গা নিয়ে করা হয়, তবে ব্যান্ডেজ খুলে ক্ষতস্থান বাদ দিয়ে বাকি স্থান যদি ধৌত

করা যায় তবে তা ধৌত করতে হবে, আর যদি ব্যান্ডেজ খোলা না যায় তবে সম্পূর্ণ ব্যান্ডেজের উপর দিয়েই মাসাহ করে নেবে, সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যান্ডেজের নিচে ক্ষত থাক বা না থাক।

যেসব জিনিসের দ্বারা অযূ ভেঙ্গে যায়

মাসআলা : পেশাব-পায়খানা এবং হাওয়া বের হওয়ার দ্বারা অযূ ভেঙ্গে যায়, তবে হাওয়া বের হওয়ার দ্বারা অযূ তখনই ভাঙ্গবে যদি তা পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়।

মাসআলা : অযূ করার পর যদি কারো রগ থেকে রক্ত বের করা হয়, কিংবা কারো নাক দিয়ে যদি রক্ত পড়ে অথবা কোন জায়গায় আঘাত লেগে রক্ত বেরিয়ে আসে কিংবা ফোঁড়া পাঁচড়া থেকে বা শরীরের যে কোন স্থান থেকে রক্ত বের করা হয় কিংবা পুঁজ বের হয় তবে অযূ ভেঙ্গে যাবে। তবে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে যদি ক্ষতস্থানেই থেকে যায়, ঐ স্থান থেকে অন্যত্র গড়িয়ে না পড়ে তাহলে অযূ নষ্ট হবে না।

মাসআলা : কেউ নাক পরিষ্কার করার সময় নাকের ভিতর থেকে যদি জমাট রক্ত বের হয়ে আসে তবে এর দ্বারা অযূ ভঙ্গ হবে না, (অযূ শুধু তখনই ভাঙ্গবে যখন তরল বের হবে এবং তা গড়িয়ে পড়বে) এ বিষয়টি ভালো স্মরণ রাখতে হবে। কারণ, এই একটি বিষয় থেকে অনেক মাসআলা জানা যাবে।

মাসআলা : যদি কারো ফোঁড়া হয় এবং সেখানে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তাহলে যতক্ষণ রক্ত কিংবা পুঁজ ঐ গভীর ক্ষতের গর্তের ভিতরে থাকে এবং ক্ষত থেকে বাইরে বেরিয়ে যদি শরীরে লেগে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তার অযূ ভাঙ্গবে না।

মাসআলা : কারো থুথুর সঙ্গে যদি রক্তের লক্ষণ দেখা যায় তবে যতক্ষণ থুথুর রং সাদা কিংবা হলুদ থাকবে ততক্ষণ অযূ নষ্ট হবে না। কিন্তু থুথুর মাঝে রক্তের পরিমাণ যদি সমান সমান হয় বা থুথুর চাইতে রক্তের পরিমাণ বেশি হয় এবং এর কারণে থুথুর রং যদি লালচে হয়ে যায় তাহলে অযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মাসআলা : যদি কারো কানে ব্যথা হয়, আর সে কারণে যদি কান থেকে পানি বের হয় তবে এ পানি নাপাক বলে গণ্য হবে। যদিও কানের ভিতরে কোন ফোঁড়া পাঁচড়া আছে বলে জানা না যায়। আর এরূপ পানি বের হওয়ার দ্বারা অযূও ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে কান থেকে পানি বের হয়ে তা এমন স্থান পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে যে স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছানো গোসলের মধ্যে

ফরয। অনুরূপভাবে যদি কারো নাভি থেকে পানি বের হয়, আর সেখানে যদি ব্যথাও থাকে তবে এর দ্বারাও অযূ ভেঙ্গে যাবে। যদি চোখে ব্যথা হয় এবং চোখ কাঁপে বা লাফাতে থাকে তবে চোখ থেকে পানি বা অশ্রু বের হলে অযূ ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু চোখে কোন ব্যথা না থাকলে কিংবা চোখ না কাঁপলে বা না লাফালে সে ক্ষেত্রে অশ্রু বের হওয়ার দ্বারা অযূর কোন ক্ষতি হবে না।

মাসআলা : যদি কারো বমি হয় এবং সে বমির সঙ্গে যদি খানা, পানি কিংবা তিক্ত পানি থাকে তবে সে ক্ষেত্রে যদি মুখ ভরে বমি হয়, তবে অযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি বমি মুখ ভরে না হয় তাহলে অযূ ভাঙ্গবে না। আর মুখ ভরে বমি হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এ পরিমাণ বমি হওয়া যা একত্র করলে মুখে সংকুলান করা মুশকিল হয়। কিন্তু যদি বমি না হয়ে শুধু কফ বেরিয়ে আসে তবে তাতে অযূ নষ্ট হবে না। কফের পরিমাণ যাই হোক, মুখ ভর্তি হোক আর না হোক সর্বক্ষেত্রে একই বিধান। আর যদি বমির সঙ্গে রক্ত পড়তে দেখা যায়, আর তা যদি তরল হয় তাহলে অযূ ভেঙ্গে যাবে। এ ক্ষেত্রে বমি কম হোক বা বেশি হোক, মুখ ভরে হোক আর মুখ ভরে না হোক। আর যদি রক্ত জমাট হয় ও টুকরা টুকরা হয়ে পড়তে দেখা যায় এবং তা যদি মুখ ভরে হয় তাহলে অযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে, আর যদি কম হয় তবে অযূ নষ্ট হবে না।

মাসআলা : যদি অল্প অল্প করে কয়েক বার বমি হয়, আর তার সবটা একত্র করলে যদি এ পরিমাণ হয় যাতে মুখ ভরে যায়। তাহলে দেখতে হবে তা কি একই মাতলীতে (বমি ভাব) হয়েছে কি না, যদি একই মাতলীতে বার বার বমি হয় আর তা যদি মুখ ভরে যাওয়ার পরিমাণ হয় তাহলে অযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এক মাতলীতে না হয় বরং প্রথমবার মাতলী সৃষ্টি হয়ে খানিকটা বমি হওয়ার পর ঐ মাতলী তথা বমির ভাব যদি চলে যায় এবং লোকটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, এরপর পুনরায় যদি মাতলী সৃষ্টি হয় এবং অল্প একটু বমি হয়ে তাও চলে যায়, এরপর আবার তৃতীয়বার মাতলী সৃষ্টি হয়ে বমি হয় তাহলে এর দ্বারা অযূ ভঙ্গ হবে না।

মাসআলা : বসে বসে ঘুমের ভাব হওয়ায় কেউ যদি এমনভাবে ঝিমাতে থাকে যে ঝিমাতে গিয়ে পড়ে যায়, এ ক্ষেত্রে পড়ে গিয়ে যদি সঙ্গে-সঙ্গে চোখ খুলে যায় তাহলে অযূ ভাঙ্গবে না। কিন্তু যদি পড়ে যাওয়ার খানিকটা পর চোখ খুলে তাহলে অযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি বসে বসে ঝিমাতে থাকে, পড়ে না যায় তাহলে অযূ নষ্ট হবে না।

মাসআলা : নামাযের মধ্যে কারো যদি এতটুকু জোরে হাসি এসে যায়, যার

দ্বারা সে নিজে নিজের হাসির আওয়াজ শুনতে পায় এবং তার পাশে যদি কেউ থাকে তবে সেও সে হাসির আওয়াজ শুনতে পায় তাহলে এরূপ হাসির দ্বারাও অযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর নামায তো ভঙ্গ হবেই। কিন্তু হাসির আওয়াজটা যদি এ পর্যায়ের হয় যে, নিজে তো আওয়াজ শুনতে পেয়েছে কিন্তু পাশে যিনি আছেন উনি শুনতে পাননি, তবে এর দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে কিন্তু অযূ ভঙ্গ হবে না। আর যদি এমন হয় যে, শুধু এমনভাবে একটু হাসি দিয়েছে যে, সে কারণে শুধু দাঁত বের হয়েছে মাত্র কিন্তু কোন আওয়াজ হয়নি তাহলে এরূপ হাসি দ্বারা নামায বা অযূ কোনটাই ভঙ্গ হবে না।

মাসআলা : অযূ করার পর কেউ যদি অপর পুরুষের সতর দেখে ফেলে অথবা নিজের সতরই যদি খুলে যায় অথবা কেউ যদি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গোসল করে এবং ঐ নগ্ন অবস্থাতেই যদি অযূ করে তবে তার অযূ শুদ্ধ হবে, এরপর পুনরায় অযূ করার প্রয়োজন নেই। তবে একান্ত অপারগতা না হলে কারো সতর দেখা কিংবা নিজের সতর কাউকে দেখানো অনেক বড় গুনাহের কাজ।

মাসআলা : এমন ছোট বাচ্চা, যে দুধ খেয়ে এ দুধই বমি করে ফেলে তবে সে বমির বিধানও অনুরূপ যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, বমি যদি বাচ্চার মুখ ভরে হয়ে থাকে তাহলে তা নাপাক। আর মুখভর্তি বমি না হলে তাকে নাপাক বলা হবে না। নাপাক বমি শরীরে বা কাপড়ে লাগার পর তা না ধুয়ে নামায পড়লে সে নামায হবে না।

মাসআলা : যদি কারো এমন হয় যে, সে নিশ্চিতভাবে অযূ করেছে কিন্তু অযূ ভঙ্গের কোন কারণ ইতোমধ্যে তার ঘটেছে কি না তা ভালোভাবে স্মরণ করতে পারছে না, তাহলে তার অযূ আছে বলেই ধরতে হবে এবং এ অযূ দ্বারাই নামায পড়া জায়েয হবে। কিন্তু সাবধানতাবশতঃ পুনরায় অযূ করে নেওয়া উত্তম।

মাসআলা : অযূ ছাড়া পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। তবে স্পর্শ না করে শুধু মুখে তিলাওয়াত করা জায়েয আছে, যদি পবিত্র কুরআন খোলা অবস্থায় থাকে আর অযূ ছাড়া কেউ তা দেখে দেখে তিলাওয়াত করে, হাতে কোনরূপ স্পর্শ না করে এমনটি জায়েয আছে। অনুরূপভাবে অযূ ছাড়া কারো জন্য এমন তাবীয বা এমন পাত্র স্পর্শ করাও জায়েয নয় যার উপর পবিত্র কুরআনের আয়াত লেখা রয়েছে। (অযূ না থাকা অবস্থায় কোন কিছুর উপর পবিত্র কুরআনের আয়াত লেখাও জায়েয নয়) বিষয়গুলো ভালোভাবে স্মরণ রাখুন।